

## ফি বো না চি

### পরীক্ষিত সান্যাল

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । এবং সেই দাম বাজারদরের সাথে পাল্লা দিয়ে ওঠানামা করে । এই মুহূর্তে যদি নরহরি মল্লিককে জিজ্ঞাসা করেন – আপনার এক মিনিট সময়ের কত দাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন “বাহাত্তর টাকা বারো পয়সা” । হয়তো পাঁচ মিনিট পরেই সেটা নেমে দাঁড়াবে চুয়াল্লিশ টাকা সাতষটি পয়সায় । নরহরি মল্লিক শেয়ার বাজারের ঘাঘু ব্রোকার, অতএব তার সময়ের দামটাও সেনসেবলের সাথে ওঠেবসে করে ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তার এই বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে তিনি একটা সেকেন্ড নষ্ট হতে দেননি । ষোল বছর বয়সে শেয়ার বাজারে প্রথম পদার্পণ করেছেন । বাজারের খুঁটিনাটি শিখে নিতে তিনি চার বছরের বেশি সময় নষ্ট করেননি । একুশ বছর বয়স থেকে স্বাধীন ব্রোকার । তিরিশে নিজের এজেন্সি । আজ বারো বছর পরে তার অধীনে সাইত্রিশজন ব্রোকার, তিনটে ফ্ল্যাট, চারটে গাড়ি - তারমধ্যে একটা জাণ্ডয়ার । ক্যালকাটা ক্লাবে রেগুলার যাতায়াত । এক থেকে একশো বানানোর কায়দা নরহরি দেখিয়ে দিয়েছেন । আজ কলকাতার বেশিরভাগ মাঝারি সারির ব্যবসায়ীর পোর্টফোলিও হ্যান্ডেল করে মল্লিক এন্ড কোং ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই ভালরকম প্রতিষ্ঠালাভের পরও তার অভ্যাসের নড়চড় হয়নি এতটুকু । তার কাছ পাঁচ লাখের যা দাম পাঁচ পয়সারও তাই । তাই শেয়ার বাজারে এখনো তার পরিচিতি 'শাইলক' নামে । নিয়ম করে রোজ সকাল আটটায় তার অফিস খোলে । দিনে বারো ঘন্টা, বছরে তিনশো পয়ষটি দিন, ছুটি নেই কখনও । নরহরি নিজেও এক সেকেন্ড সময় কাজের বাইরে নষ্ট করেননা, কারোকে করতেও দেননা । চেয়ার ছেড়ে সিগারেট খেতে উঠেছিল, এই অপরাধে দুজনের চাকরি যাওয়ার পরে অফিসের বাকি সবাই বুঝে গেছে, নরহরি কি ধাতুর তৈরি । বাবার মৃত্যু, বোনের বিয়ে, মায়ের অসুখ, এই সমস্ত ছুতোনাতায় অফিসের সময় বরবাদ, অর্থাৎ কিছু পয়সা হাত গলে বেরিয়ে যাওয়া, নরহরি সহ্য করতে পারেননা মোটেও । তার স্পষ্ট নির্দেশ, ছুটির দরখাস্তের সাথে রেসিগনেশনটাও টেবিলে রেখে যাও । লোকসান তার ধাতে সয়না, কোন ব্রোকারের ক্লায়েন্ট ফসকে গেলে তিনি সারা অফিসকে শুনিয়ে তাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করেন । ফাঁকিবাজির মাশুল এক পয়সাও তিনি দিতে রাজি নন ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই তিনি জানেন যে বড় বড় বিজনেস পাকড়াও করতে গেলে তাকে এখন থেকেই উঠেপড়ে লাগতে হবে । সারাদিন তিনি অবিশ্রান্ত ফোনে লেগে থাকেন, সন্কেবেলায় কাটে এ ক্লাব থেকে ও ক্লাবে, যদি কিছু মোটা ক্লায়েন্ট ধরা যায় । বড় কোম্পানির ম্যানেজারদের বশ করার সমস্ত ছলাকলায় তিনি এতদিনে পারঙ্গম হয়ে উঠেছেন । এর জন্য সমস্তরকম অনৈতিক কাজেও তিনি পিছপা নন । কিন্তু এত করেও নরহরির মনে হয়, তার এজেন্সি এক জায়গায় এসে ঠেকে যাচ্ছে । এর পরের লেভেলটা কিছুতেই তার নাগালের মধ্যে আসছেননা । তার ইচ্ছা আরো তাড়াতাড়ি সবকিছু তার হাতের মধ্যে এসে যাক । সময় তার ওপর দ্রুত বয়ে যাক । সেই দিনটা তিনি জলদি দেখতে চান, যেদিন তিনিই কলকাতার শেয়ার বাজারের রাজা হবেন । সেই দিনটা আসা না অন্ধি এক একটা ঘন্টা যেন তার অসহ্য মনে হয় ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই আজ দুপুরে একটা ডিল ফাইনাল হওয়ার পরেই নরহরি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন । বেশিদূর না, তার হাতঘড়িটা অনেক দিন ধরেই গোলমাল করছে । গ্রে স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকেই নতুন একটা কিনে নেবেন । এখন প্রচুর চাইনিজ ঘড়ি সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে ।

খানিকক্ষণ বাছাবাছি করার পর একটা ফ্যাকাশে সবুজ রঙের ডিজিটাল ঘড়ি পছন্দ হল। দোকানদারের দিকে চেয়ে নরহরি খানিকক্ষণ বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার শামুকের খোলের মত টুপি আর দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে কিছুই বোঝা গেলনা। বেশ কিছুক্ষণ দরাদরি করে অবশেষে সাড়ে তিনশো টাকায় রফা হল। ঘড়িটা হাতে নেওয়ার সময় শামুকের খোলের মত টুপির নিচে বোধহয় একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে। তাই নতুন হাতঘড়িটাকে তিনি অফিসের ঘড়ির সাথে ঠিক দুপুর একটার সময় কাঁটায় কাঁটায় মেলালেন। তারপর আবার একটা নতুন ক্লায়েন্টের কাজে ডুবে গেলেন। আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় এই কোম্পানির ফাইন্যানশিয়াল ম্যানেজারের সাথে বোট ক্লাবে ডিনার। কাগজপত্র তো তৈরি রাখতেই হবে, তার সাথে নতুন ক্লায়েন্টের জন্য উপদটোকনের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। রঘু নামে ছেলেটা এই নতুন ক্লায়েন্টের কেসটা দেখছে। নরহরি রঘুকে ডেকে পাঠালেন। ডিনার টেবিল, হোটেল রুম, গিফট, নেগোশিয়েশনের টার্মস এই সমস্ত রঘুর সাথে ফাইনাল করতে করতেই প্রচুর সময় কেটে গেল। রঘু যখন ফাইনালি ঘর থেকে বেরল, নরহরি তার হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন – দুটো বাজে।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে। তাই লাঞ্চার জন্য তিনি বিশেষ সময় নষ্ট করেননা। আজো তিনি রোজকার মত তার ব্রিফকেস খুলে ছোট প্লাস্টিকের টিফিনবক্স বার করলেন। বছর তিনেক হল তাকে সুগার ধরেছে। একটা শশা, কিছু সেক্স ছোলা আর একটা সুগার ফ্রি বিস্কুট, এই সংক্ষিপ্ত লাঞ্চ শেষ করে তিনি ফের কাগজপত্র খুলে বসলেন। আর তখনই হাতঘড়িটার দিকে তার নজর পড়ল। দুপুর তিনটে। নরহরি মল্লিকের সময়ে দাম আছে। তাই তার মাথাটা হঠাৎ একবার বোঁ করে ঘুরে গেল। এক গ্লাস জল খেয়ে তিনি অফিসের দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন। যথার্থই তিনটে বাজে। নরহরি নিজের চেয়ার ছেড়ে অফিসের হলঘরে এসে বড় দেওয়াল ঘড়ি দেখলেন। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এসে দুরের আরমেনিয়ান চার্চের ঘড়িটাও মেলালেন। তিনটে যে বাজে তাতে কোন সন্দেহই নেই। অর্থাৎ নরহরি মল্লিক গত একঘন্টা ধরে লাঞ্চ করেছেন। খানিকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় নরহরি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে। তাই পুরো ব্যাপারটাকে মনের ভুল মনে করে তিনি আবার কাজে মন দিলেন। একটা ছোট ওষুধ কোম্পানির তিনি সাতাত্তর পার্সেন্ট শেয়ারহোল্ডার। বেশ কিছুদিন সেটা ভাল ব্যবসা দিচ্ছেনা। দাম আরো পড়ে যাওয়ার আগে নরহরি শেয়ারগুলো বেচে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু গতকালই কোম্পানির ম্যানেজার পায়ে ধরে রিকোয়েস্ট করে গেছে আরো কিছুদিন দেখতে। কোম্পানিতে বাকি পয়সা সে নিজ ঢেলেছে, এখন নরহরি উইথড্র করে নিলে সে পরিবার নিয়ে পথে বসবে। মরুকগে। অনেকদিন দেখছেন নরহরি। আর নয়। তিনি দাতব্য করতে তো বসেননি। নরহরি কম্পিউটারে একটা ক্লিক করে তার শেয়ার বেচে দিলেন। যা হবার হবে। আরাম করে খানিকক্ষণ চেয়ার হেলান দিয়ে বসলেন নরহরি। আর তখনই ঘড়িটার দিকে তার নজর পড়ল। বিকেল পাঁচটা।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে। ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ি দেখা তার অভ্যাস। তাই তিনি হলফ করে বলতে পারেন, ওই ঘড়িতে কখনো চারটে বাজেইনি। খানিকক্ষণের জন্য নরহরি উদভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। তারপর রঘুকে ডেকে সময় জিজ্ঞাসা করলেন। বিকাশকে ডাকলেন। অনিমাকে ডাকলেন। শেষমেষ গুরদীপও যখন বলল যে এখন বিকেল পাঁচটাই বাজে, তখন নরহরি আবার নিজের কাজের জগতে ফিরে এলেন। ক্লায়েন্টের সাথে ডিনারের আর মাত্র দু ঘন্টা বাকি। রঘুকে পাঠাতে হবে অন্ততঃ এক ঘন্টা আগে। তিনি নিজে পৌঁছবেন ছটা পঞ্চাশে। কলকাতার ট্রাফিকের ওপর নরহরির কখনোই ভরসা

নেই । ফোন করে ছটার সময় গাড়ি বলে রাখলেন । আর এক ঘন্টার মধ্যে এই ক্লায়েন্টের কাগজপত্র গুছিয়ে ফেলতে হবে । যথেষ্ট সময় । নরহরি একটা সিগারেট ধরালেন ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই তিনি যথেষ্ট সময় নিয়েই অফিস থেকে বেরলেন । পার্ক সার্কাস ফ্লাইওভার ক্রস করার সময় তিনি ঘড়ি দেখলেন, ঘড়িটা এখনো বিকেল পাঁচটাতেই আটকে রয়েছে । নাঃ, শামুকখোলের মত টুপি নিতান্তই ঠকিয়েছে । কালকেই ফেরৎ দিতে হবে । কিন্তু নরহরি ড্রাইভারকে সময় জিজ্ঞাসা করতে সেও যখন বলল বিকেল পাঁচটা, তখন নরহরি বেশ চিন্তিতই হয়ে পড়লেন । তার কি মাথা খারাপই হয়ে গেল ? নাকি দুনিয়ার সব ঘড়িই একসাথে অচল হয়ে পড়ল ? যাকগে, ডিনারের এখনো ঢের সময় বাকি । আর পাঁচ মিনিট পরেই বোট ক্লাব ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই বোট ক্লাবে গাড়ি থেকে নামতেই যখন তিনি ঘড়ি দেখলেন, তখন এক মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় বন্ধ হয়ে গেল । রাত আটটা । ছুটতে ছুটতে তিনি টেবিলের কাছে পৌঁছলেন । রঘু একাই টেবিলে বসে । জানা গেল, আধ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর বিরক্ত ক্লায়েন্ট বিদায় নিয়েছেন, এবং এই জাতীয় নন প্রফেশনাল লোকের সাথে ডিল করতে তারা যে আগ্রহী নন সেটাও ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই আর সময় নষ্ট না বোট ক্লাবের টেবিলে বসেই তিনি তার সমস্যাটাকে বোঝার চেষ্টা করলেন । হাতঘড়িটা কেনার পর থেকেই তার সময়ের হিসাবটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন । একটার সময় ঘড়িটা সেট করা, তারপর দুটো, তিনটে, পাঁচটা, এবং আটটা । নরহরির অঙ্কের মাথা ছোট থেকেই ভাল । সংখ্যাগুলোর দিকে চেয়ে তিনি একটা সম্পর্ক ধরতে পারলেন ।

$$1 + 1 = 2$$

$$2 + 1 = 3$$

$$3 + 2 = 5$$

$$5 + 3 = 8$$

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । এর পর কটায় গিয়ে ঘড়ি খামবে সেটা ভাবতেই তার ঘাম দিয়ে উঠল । নরহরি আর ভাবতে পারলেননা । এই কালান্তক ঘড়ি তার জীবন থেকে সময় চুরি করে নিচ্ছে । নরহরি ঘড়িটা হাত থেকে খুলে ফেলতে মরীয়া হয়ে উঠলেন । কিন্তু খুলতে গিয়েই আবিষ্কার করলেন, ঘড়ির স্ট্র্যাপের সাথে লাগানো লুকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে । অর্থাৎ ঘড়িটা একটা হাতকড়ার মত তার হাতে চেপে বসেছে । নানা কসরৎ করেও ঘড়িটাকে হাত থেকে বার করা গেলনা । নরহরি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলেন ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । একথা তার পরিবারের সবাই জানে । বাজে কাজে সময় নষ্ট করার লোক যে তিনি নন, একথাও সবার জানা । তাই দরজা খুলেই তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন - “এত রাত করলে যে? রাত একটা বাজে খেয়াল আছে?” নরহরি কোন উত্তর না দিয়েই সোজা বিছানায় শয্যাশায়ী হলেন । পরদিন সকাল নটায় ঘুম ভাঙতেই নরহরি সোজা গাড়ি নিয়ে গ্রে স্ট্রিটের দিকে রওনা হলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই শামুকখোলের মত টুপি আর দাড়িগোঁফের জঙ্গল অদৃশ্য । তার জায়গায় একগাদা প্লাস্টিকের খেলনা নিয়ে বসেছে এক ছোকরা । নরহরি অনেক সন্ধান করেও সেই দোকানদারের সন্ধান পেলেননা । শুধু তাই নয়, ফুটপাথের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল, এমন কাউকে তারা কখনওই দেখেনি ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই তিনি চটপট হিসাব কষে নিলেন । এই ঘড়ির আর উনিশ ঘন্টার মধ্যে তার বয়স এক বছর বেড়ে যাবে । তারপর আরো দ্রুত, আরো দ্রুত হারে এই ঘড়ি চলতে

থাকবে । এর মধ্যেই তাকে জীবনের বাকি কাজ শেষ করে ফেলতে হবে । একেবারেই সময় নেই । নরহরি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে গাড়ি অফিসের দিকে ফেরালেন ।

এর পরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটতে থাকল । সকাল দশটায় নরহরি অফিসে ঢুকলেন । দুপুর বারোটায় তার মুখে বয়সের ছাপ এল, একটার সময় তার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে এল, দুপুর দুটোর সময় তাকে একইসাথে ছানি আর আর্থ্রাইটিসে ধরল ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই দুপুর তিনটোর সময় যখন তার মৃতদেহ নিজের চেম্বারেই আবিষ্কৃত হল, তখনো তার হাতে ঘড়িটা পরাই ছিল । বিয়াল্লিশ বছরের নরহরি যখন মারা গেলেন, তখন তার বয়স হয়েছিল আটাত্তর । এবং তার হাতঘড়িতে সময় দেখিয়েছিল 317811, অর্থাৎ আঠাশ নম্বর ফিবোনাচি সংখ্যা ।